বস্ত্রের বিপুল আয়োজন

শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

রঘুনাথগঞ্জ তুলসীবিহার বাটীর উত্তর দরজা

গ্রাহকগণের সুবিধার্থে মিল ও তাঁতের নানাবিধ ধুতি, শাড়ী, সার্টিং ও কোটিং আমদানী করা হয়েছে। আমাদের দোকানে আসিয়া সুলভে জিনিস ক্রয় করুন।

প্রোঃ—শিবদুর্গা বস্ত্রালয়

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ —১৬ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 28th Feb. 1962 { ৪০শ সংখ্যা

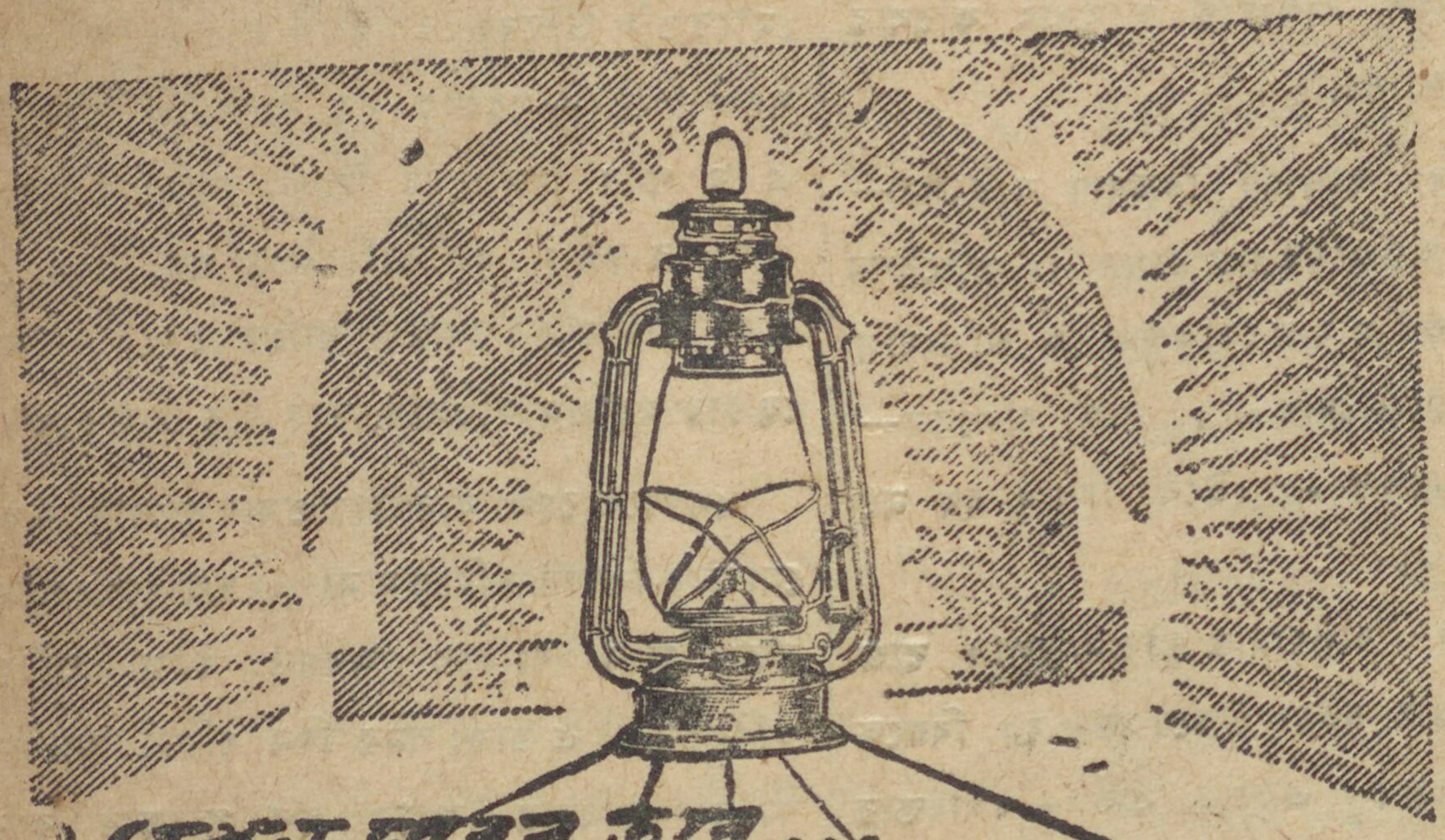

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Sahu

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

মজবুত স্বাচ্ছন্দ্য ও নিপুণতা আনবে।

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. M. I.

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ। বিজ্ঞাপনের হার প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

বিনীত—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

স্বাধীন অসভ্য ভারতবর্ষ

—•—

যখন প্রাচীন হিন্দুগণ এত সভ্য না হইয়াও স্বাধীন রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন, সেই সময়ের একটি কাহিনী এক ৯৭ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধের নিকট প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। আমাদের নব-লব্ধ স্বাধীনতার সহিত তাহা পাঠকগণকে তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য যতদূর স্মরণ করিতে পারিলাম তাই প্রকাশ করিতেছি।

বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এক ক্ষুদ্র রাজ্য রাজপুত রাজার শাসনাধীনে ছিল। রাজা ছিলেন ধার্ম্মিক প্রজাবৎসল।

একদিন অন্য রাজ্যের অধিপতি ভারতবর্ষের রাজপুত রাজাদের মধ্যে একতার অভাব শুনিয়া এই দেশ অধিকার করিবার সুযোগ বুঝিয়া এক দূত প্রেরণ করিলেন রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য। সে দেশের অধিপতি জানিতেন যে রাজপুত রাজারা শত্রুর দূতকেও অবধ্য বলিয়া মনে করে। অতিথি সেবায় তাঁহারা অতুলনীয়। বিদেশী রাজার দূত তাঁহার পরিচয় পত্র দিয়া রাজপুত রাজের সহিত সাক্ষাৎ করা মাত্র রাজা পুরোহিত ডাকাইয়া দেবতা পূজার মত পাদ্য-অর্ঘ্য ইত্যাদি সহ দূতের অর্চ্চনা করিলেন। হিন্দুগণ জানিতেন—

চণ্ডালো ব্রাহ্মণো বাপি
যো নার্চ্চয়তি চাতিথিং।
ন মুখং তস্য পশ্যন্তি
নরকে পতিতাঃ অপি॥

অর্থ—চণ্ডালই হউক বা ব্রাহ্মণই হউন, যিনি অতিথির অর্চ্চনা না করে, নরকে পতিত নারকীরাও তাহার মুখ দর্শন করে না। অতিথি দূত রাজধানীতে সম্মানিত হইয়া বিনা বাধায় ঘুরিয়া ফিরিয়া সমস্ত দেখিতে লাগিলেন।

এ রাজ্যের কাহারও ঘরে তালা কুলুপ দিবার ব্যবস্থা নাই। ইহাতে তিনি অনুমান করিলেন—এ দেশে কি চোর নাই? দূত রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহারাজ! আপনার রাজ্যে কি কুলুপ চাবি ব্যবহার হয় না? রাজা কুলুপ কি তাই জানেন না। দূত তাঁহার তোরঙ্গের তালা তাঁহাকে দেখাইতে তিনি বলিলেন কুঞ্চিকা? এখানে এর ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। যেখানে লোক পরের দ্রব্যে লোভ করে এবং তাহা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করে সেই সব স্থানে কুঞ্চিকা (চাবি) দরকার হয়।

দূত শুনিয়া অবাক হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন আমি এমন এক চোরের রাজ্যের লোক যে তোমার সমস্ত রাজ্যটাই আত্মসাৎ করিবার সন্ধান করিতে আসিয়াছি।

দূত একদিন রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রতিদিন অতি অল্পক্ষণের জন্য রাজসভায় অধিবেশন হইতে দেখি—কই মামলা মোকদ্দমা কি অভিযোগ সম্বন্ধে বিচার হইতে দেখি না। রাজা বলিলেন—মতান্তর বা মনান্তর না হইলে বিবাদ হয় না, অভিযোগও হয় না।

রাজা এই কথা বলিবামাত্র দুইজন লোক রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া উভয়ে উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। একজন বলিল—ধর্ম্মাবতার আমার ধর্ম্ম রক্ষা করুন। অপর জন বলিল—মহারাজ আমার প্রাণ রক্ষা করুন। রাজা প্রথম ব্যক্তিকে তাহার বক্তব্য বলার নির্দ্দেশ দেওয়ায় সে বলিল—আমি ওর কাছে উপযুক্ত মূল্য নিয়ে একখানি জমি বিক্রয় করেছি। ও আজ এক গামলা সোনার মোহর নিয়ে আমার বাড়ীতে রেখে বলে—এ সব তোমার তুমি এগুলি গ্রহণ কর। আমি ওর দেওয়া মোহর কেন নিব মহারাজ।

অপর ব্যক্তিকে তাহার বক্তব্য বলিতে বলায় সে বলিল—ধর্ম্মাবতার আমি টাকা দিয়া জমি কিনে আবাদ করার জন্য খুঁড়তে খুঁড়তে এই গামলা পাই, দেখি মোহরে ভর্ত্তি ওর পূর্ব্বপুরুষ এগুলি রেখেছিলেন। ও তা জানে না অভাবে পড়ে আমার কাছে এই জমি বিক্রী করে। এত টাকা থাকতে ও জমি বেচেছে অভাবে। আমি এইগুলি পেয়ে ওকে দিতে গেলাম ওর বাড়ীতে, ও আমাকে ওই মারে তো ওই মারে। ওর স্ত্রী আমার সাক্ষী।

অপর ব্যক্তি জবাব দিল—ধর্ম্মাবতার আমি যখন জমি বেচেছি তখন জমিতে যা আছে সব ওর। আমি নিয়ে কি নরকস্থ হব?

মহারাজ উভয়ের অভিযোগ শুনিয়া মোহরসহ গামলাটি রাজকোষে রাখিবার আদেশ দিয়া উভয় পক্ষকে পনর দিন পর আসিয়া মামলার রায় শুনিয়া যাইবার আদেশ দিলেন।

দূত এই সব শুনিয়া মনে মনে বলিলেন—মোহর যখন রাজকোষে ঢুকিল তখন আজও ঢুকল কালও ঢুকিল। পনর দিন সময় দেওয়া হইল বিচারের। মোহরগুলি উভয়ের কেহ দাবি করে না। এ তো সহজ বিচার—সরকার সব বাজেয়াপ্ত করিবেন। এ যে পনর দিন সময় দিলেন আমাকে বুজরুক দেখাবার জন্য! দূত ভাবিতেছে পনর দিন শেষ হলেই রাজার সব কিস্মত বাহির হইবে। আমি যে রায় অনুমান করিলাম, তাই হবে তাই হবে।

সেকালে রাজা বাদশারা প্রমাণ প্রয়োগ উকীল মোক্তার বিশ্বাস করিতেন না। ছদ্মবেশে ঘটনার সত্য তথ্য বাহিরে অবগত হইয়া সুবিচার করিতেন। এ রাজা পনর দিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া সুবিচার করার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন।

দিনের দিন উভয় পক্ষ হাজির হইল রায় শুনিবার জন্য। পক্ষদের চেয়ে উৎকণ্ঠিত ঐ বিদেশী দূত। তাঁর বিচার ছাড়া অন্য বিচার কি হইবে!

রাজা উভয় পক্ষকে ডাকাইলেন। উভয়ে জোড় হস্তে দাঁড়াইলে রাজা বলিলেন—তোমরা উভয়েই রাজপুত। এক গোত্রীয় নও। প্রথম পক্ষের এক পুত্র ছাড়া অন্য কোন সন্তান নাই। প্রতি-পক্ষের একমাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই। রাজার আদেশ প্রথম পক্ষের পুত্রের সহিত দ্বিতীয় পক্ষের কন্যার বিবাহ দিয়া এই মোহরগুলি নব দম্পতিকে উপহার দিয়া রাজাদেশ পালন করিতে

হইবে! বিদেশী দুত রায় শুনিবামাত্র রাজার পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন এ বিচার স্বয়ং জগদীশ্বর করিয়া রাখিয়া আজ মহারাজার মুখ দিয়া প্রকাশ করিলেন। মহারাজ আমার ছেলে মেয়ে কেউ নাই। আমি আজ হতে মহারাজের সেবক হইয়া থাকিব। আর চোরের রাজ্যে ফিরিব না।

সঙ্গীত বিদ্যালয়

জঙ্গিপুর মহিলা সঙ্ঘ কর্ত্তৃক অন্ধ-গায়ক শম্ভু বাবুর শিক্ষাধীনে ৭ই মার্চ্চ হইতে সঙ্গীত বিদ্যালয় খোলা হইতেছে। ছাত্রী ভর্ত্তি চলিতেছে। সঙ্গীত সপ্তাহে একদিন (শনিবার বৈকাল ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত) শিক্ষা দেওয়া হইবে। মাসিক বেতন পাঁচ টাকা। স্থান—জঙ্গিপুর মহিলা সঙ্ঘের বর্ত্তমান গৃহ সরাইখানা। সম্পাদিকা শ্রীআরতি ব্রহ্মের নিকট জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন।

অতি বৃদ্ধার ভোট দান

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর ছোটকালিয়াই এর বিখ্যাত মজুমদার পরিবারের ১৩০ বৎসর বয়স্কা মহিলা শ্রীযুক্তা মোক্ষদাসুন্দরী মজুমদার জঙ্গিপুরের এক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিয়াছেন। তাঁহার ফটো কলিকাতার 'আনন্দ-বাজার পত্রিকায়' ছাপা হইয়াছে। এবারে যাঁহারা ভোট দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ইনিই সকলের চেয়ে বৃদ্ধা বলিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার দীর্ঘায়ু বাঙ্গালী জাতির গৌরবের বিষয়।

বাতিল

কলিকাতায় শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী ভোটদাতার সংখ্যা অধিক হইলেও এই নগরীতে বাতিল ভোটের সংখ্যা পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা কম নয়। ২৬টী কেন্দ্রে মোট ২০২৯৬টি ভোট বাতিল হইয়াছে। সবচেয়ে বেশী একবালপুরে ১৫৪৬ এবং সবচেয়ে কম ফোর্ট কেন্দ্রে ৫১৭

জঙ্গিপুর মহকুমার

ভোট গণনার ফলাফল

জঙ্গিপুর মহকুমার চারিটী কেন্দ্রের ভোট গণনা শেষ হইয়াছে। নিম্নে তার ফলাফল দেওয়া হইল। চারিটী আসনেই কংগ্রেস-প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সাগরদীঘি কেন্দ্র (তপঃ সংরক্ষিত)

১।	শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস (কং)	১১,৫৭৪
২।	শ্রীকুবেরচাঁদ হালদার	৩৪৮৯
৩।	শ্রীদ্বারকানাথ বর্ম্মণ	২০৮৭
৪।	শ্রীফকিরচন্দ্র হালদার	১৪৫৫
৫।	শ্রীদ্বিজপদ সরকার	৩৮৬

সুতী কেন্দ্র

১।	শ্রীলুৎফল হক (কং)	২৮,৮৭৮
২।	শ্রীশিশ মহম্মদ	২২,৬১২

ফরক্কা কেন্দ্র

১।	শ্রীমহম্মদ গিয়াসুদ্দিন (কং)	১০,২০৩
২।	শ্রীটি, এ, নুরন্নবি	৬১৪৩
৩।	শ্রীস্বাধীনকুমার গুপ্ত	৪২৪৭
৪।	শ্রীমদেশ্বর হোসেন	১০৮৪
৫।	শ্রীজোহাদ আহম্মদ বিশ্বাস	৪১৭

জঙ্গিপুর কেন্দ্র

১।	শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় (কং)	১০,১৬৯
২।	শ্রীআবদুল হক	৮৮৫৩
৩।	শ্রীবদরুদ্দিন আহাম্মদ	৪২৩৯
৪।	শ্রীরমাপতি চট্টোপাধ্যায়	৩৬৩৫

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই মার্চ্চ ১৯৬২

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

৭৩ মনি ডিঃ জানমহাম্মদ সেখ দেং সাদেকা বিবি দাবি ১৬৫ টাকা ৯৩ নঃ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নশিপুর ২-৫০ শতকের কাত ১৯৶০ তন্মধ্যে দেন্দারের ৵০ আনা অংশে ৩২ শতকের পরতামত কাত ॥৶০ আঃ ১৫৬৲ খঃ ৫৬ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৩ থাং ডিঃ নিখিলরঞ্জন চৌধুরী দিং দেং রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী দাবি ৭৪৩ টাকা ৫২ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে ইচলিপাড়া ২-৩৪ শতকের কাত ১৬২ টাকা ৪৭ নঃ পঃ তন্মধ্যে দেন্দারের ৪৫ শতক তহবাজার কাত ৩১ টাকা ৭০ নঃ পঃ আঃ ৫০০৲ খঃ ২৯৬৫ রায়ত স্থিতবান স্বত্ব

২৫ মনি ডিঃ অমরেন্দ্রনাথ দাস দিং দেং আবদুল হাকিম সেখ দিং দাবি ৫৪.৭৫ নঃ পঃ থানা সুতী মৌজে হারোয়া ২৭.৪৪ শতকের কাত ৫০॥৭ পাই তন্মধ্যে দেন্দারের ৫৮ শতক কাত পরতামত ১৷৵০ আঃ ১৭৫৲ খঃ ৩১৬ রায়ত স্থিতিবান

৬০ মনি ডিঃ ঐ দেং রমণীরঞ্জন দাস দাবি ৮১.৪৬ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ২৪.৯৩ শতকের কাত ৪৪৷৶৪ পাই তন্মধ্যে দেন্দারের ৩৭ শতক কাত পরতামত ॥৶০ আঃ ১২৫৲ খঃ ২২৭ ঐ স্বত্ব

৬২ মনি ডিঃ ঐ দেং গঁহর সেখ দাবি ২৪.৭১ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ২৪.৯৩ শতকের কাত ৪৪৷৶৪ পাই তন্মধ্যে দেন্দারের ১১ শতক কাত পরতামত ৶০ আঃ ১১৲ খঃ ২২৭ ঐ স্বত্ব

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই মার্চ্চ ১৯৬২

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৯ মনি ডিঃ সাবিত্রীসুন্দরী দেবী দেং স্নেহলতা দেবী দাবি ২৫৮ টাকা ৯০ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে কান্তনগর ১-৪৮ শতকের কাত ৩৷৵০ আঃ ৪৫০৲ খঃ ৩০৪ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

১৭ থাং ডিঃ সেঃ মহান্ত গোবিন্দদাস আচারী দেং হাজি নিকড়ি মণ্ডল দাবি ২৩ টাকা ৯০ নঃ পঃ থানা সাগরদীঘি মৌজে জাগলাই ১-৪১ শতকের কাত ৫৷৶৬ আঃ ৪২৫৲ খঃ ২৭৪ রায়ত স্থিতিবান

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

২৪ থাং ডিঃ রামচন্দ্র মণ্ডল নাবালক পক্ষে অলি ভ্রাতা ও স্বয়ং হরিপদ মণ্ডল দেং হৃষিকেশ মণ্ডল দাবি ১২৮ টাকা ৭২ নঃ পঃ থানা ফরক্কা মৌজে পুরাণ চণ্ডিপুর ২-৬০ শতকের কাত ১৮৵৬ পাই দেন্দারের ৬৬ শতক পরতামত কাত ১৮৵০ আঃ ২০০৲ খঃ ৭৭

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)
(ছাত্রবন্ধু পুস্তকালয়ের সম্মুখে)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং **বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি** ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস	সেলস অফিস ও শোরুম
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯	৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলিঃ	ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"** চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ